কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয়

পরিচিতি ঃ কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বহুমুখী বিদ্যালয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এখানে পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে।

ইতিহাস ও উদ্দেশ্য ঃ রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, হাওড়া-এর একটি শাখাকেন্দ্র কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশন। এই শাখাকেন্দ্রের দ্বারা বিদ্যালয়টি পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রের থাকবার ব্যবস্থা আছে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়টি সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে ও নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমশ বিকাশ লাভ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণতি লাভ করে। জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এই বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য। ছাত্ররা যাতে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত পথে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা লাভ করে তার চেষ্টা এই বিদ্যালয় ক'রে থাকে। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে তারা যাতে সচ্চরিত্র, উন্নত ও মহৎ জীবনযাপনের জন্য চেষ্টাশীল, হৃদয়বান, কর্মঠ এবং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তার জন্যও বিদ্যালয় সচেষ্ট থাকে।

শিক্ষাবর্ষ ও ছাত্রভর্তি ঃ ২ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ। বিদ্যালয়ে অনাবাসিক ছাত্র কেবলমাত্র পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। ছাত্র ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের অভিভাবকগণকে মুদ্রিত আবেদনপত্রে দরখাস্ত করতে হবে। এই আবেদনপত্র নির্দ্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে বিদ্যালয় অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হয়। আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সময় প্রবেশপত্র দেওয়া হয়। আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ থাকলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য বিবেচনা করা হয় না। নির্বাচিত ছাত্রদের তালিকা প্রকাশের পর নির্ধারিত দিনে মনোনীত ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়।

বিদ্যালয়ের পোষাক ঃ সাদা জামা, নেভি ব্লু প্যান্ট (পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি - হাফ প্যান্ট এবং অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি - ফুল প্যান্ট), আইডেনটিটি কার্ড, কালো স্কুল বেল্ট, সাদা কেডস্, সাদা মোজা, কালো জুতা বা চপ্পল, শারীর শিক্ষার জন্য নীল হাফ প্যান্ট, সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি ও সাদা কেডস্ এবং শীতকালে নেভি ব্লু সোয়েটার।

বিদ্যালয়ে পালনীয় বিধি ঃ ছাত্রদের মধ্যে যাতে সময়নিষ্ঠা, পরিচ্ছন্নতা, স্বাবলম্বন, পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির বিকাশ ঘটে তার জন্য কিছু বিধি তাদের পালন করতে হয়।

প্রতিটি ছাত্রকে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন আরম্ভের ১৫ মিনিট পূর্বে সমবেত প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে হয়। ছাত্রদের পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ শ্রেণিকক্ষ এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করতে হবে। কথাবার্তা আচার আচরণে যেন বিনয়, নম্রতা এবং সুরুচিবোধ প্রকাশ পায় -- এ ব্যাপারে ছাত্রদের সর্বদা অবহিত থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ছাত্ররা যাতে পরিচিত হতে পারে এবং তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে তার জন্য ছাত্রদের 'ভারতীয় সংস্কৃতি এবং নীতিশিক্ষা' বিষয়ক পুস্তক পড়ান হয় এবং তার উপর পরীক্ষা হয়। সমস্ত ছাত্রদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এই বিষয়েও পরীক্ষা নেওয়া হয়।

ছাত্রদের মধ্যে অযথা পরীক্ষা ভীতি যাতে দূর হয় এবং তারা সমগ্র পাঠ্যবিষয় যাতে ভালভাবে খুঁটিয়ে পড়ে তার জন্য বছরের মধ্যে কয়েকবার তাদের মূল্যায়ন করা হয়। বার্ষিক পরীক্ষার পর সমস্ত মূল্যায়নের ফলের ভিত্তিতে ছাত্রদের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়।

সহ-পাঠক্রমিক শিক্ষা ঃ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে ছাত্রদের খেলাধূলা এবং অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ জন্মায় তার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় — যথা ক্রীড়া, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, প্রবন্ধ-রচনা, বক্তৃতা, অভিনয়, সঙ্গীত, ক্যুইজ, শ্রুতি-নাটক প্রভৃতি। এই প্রতিযোগিতাসমূহে শীর্ষস্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। কখনও কখনও ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ঃ বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে নানাবিধ পুস্তক রয়েছে যা ছাত্ররা ব্যবহার করতে পারে।

বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা ঃ ছাত্রদের জীবন যাতে সুষমভাবে বিকশিত হয় তার জন্য তাদের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসরণ করতে হয়। যারা এই কার্যক্রম অনুসারে চলতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক এই বিদ্যালয় তাদের জন্য নয়। ছাত্রদের চরিত্র গঠনে অভিভাবকগণের পূর্ণ সহযোগিতার অভাব ঘটলে ছাত্রকে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হতে পারে। কম উপস্থিতি, মন্দ অভ্যাস, উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা এই জাতীয় ত্রুটির জন্য ছাত্রকে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হতে পারে।

ছাত্রের পাঠোন্নতি ও স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত থাকার জন্য অভিভাবকগণের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন। ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয়ের নিয়মগুলি পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাপেক্ষ। ছাত্রদের নূতন নিয়ম পালন করতে হবে। অভিভাবক ও ছাত্রদের মনে রাখা প্রয়োজন -- ছাত্রদের কল্যাণ চিন্তা করেই নিয়ম প্রবর্তন করা হয়, নিয়ম পালনের মাধ্যমেই সমস্ত রকম বন্ধনমুক্তি মানব জীবনে কাম্য।

বিদ্যালয় সময় সারণি

10-10		a.m.	Prayer Bell
10-30	to 11-10	a.m.	1st Period
11-10	to 11-50	a.m.	2nd Period
11-50	to 12-30	p.m.	3rd Period
12-30	to 01-10	p.m.	4th Period
01-10	to 01-40	p.m.	Tiffin
01-40	to 02-15	p.m.	5th Period
02-15	to 02-50	p.m.	6th Period
02-50	to 03-25	p.m.	7th Period
03-25	to 04-00	p.m.	8th Period

সংযোজিত সহপাঠক্রমিক শিক্ষা

পাঠাগার ঃ ছাত্রদের মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় নানাবিধ বিষয়ের পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা আছে। পাঠাগারে শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য পৃথক পাঠকক্ষের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া দুঃস্থ ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকের গ্রন্থাগার আছে।

বিজ্ঞান পরীক্ষাগার ঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, জীববিদ্যা ও ভূগোলের জন্য পৃথক পৃথক পরীক্ষাগারের আয়োজন আছে যা ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণে প্রাণিত করবে।

ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র ঃ ছাত্রদের মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রদের মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষা বিশেষত ইংরাজি ভাষা শিক্ষা বর্তমানে অপরিহার্য হিসাবে স্বীকৃত।

অনলাইন এডুকেশন ঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক 'বিবেক দিশা' শীর্ষক অনলাইন সহায়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে যা ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনে আকর্ষণীয় ও গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রকৃতি পাঠ ঃ ছাত্রদের ফুল ও ফলের গাছগুলির পরিচর্যা এবং প্রাণী-প্রীতি বৃদ্ধির বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও ছাত্রদের পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইকো ক্লাব' গঠিত হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ সভাগৃহ ঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ যাতে নিয়মিতভাবে সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নিজেদের শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় তার জন্য একটি সাংস্কৃতিক মঞ্চ তথা সভাগৃহ নির্মিত হয়েছে।

সংস্কৃতি

ক) উৎসাহী ছাত্ররা উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে সংগীত, তবলা, ব্যাণ্ড ও অঙ্কন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

খ) ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা আছে।

গ) ছাত্রদের অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে।

ঘ) ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

ঙ) বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ছাত্রদের নিজেদেরই দায়িত্ব।

চ) ছাত্ররা বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে।